বিবেচনাধীন ভোটারদের মধ্যে সাড়ে ৭ লক্ষের নিষ্পত্তি: সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ এগিয়ে চলেছে। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিইও জানান, যাঁদের নাম এখন 'বিবেচনাধীন' তালিকায় রয়েছে, তাঁদের নথি খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। এই কাজ দ্রুত শেষ করতে বাইরে থেকে আরও বিচারক আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, শনিবার ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকেরা রাজ্যে আসবেন। তাঁরা কাজে যোগ দিলে যাচাই ও নিষ্পত্তির গতি আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে এই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগও উঠছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজন জীবিত ভোটারকে 'মৃত' বলে দেখিয়ে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। এ বিষয়ে সিইও বলেন, যদি কোনও জীবিত ব্যক্তিকে ভুল করে মৃত বলে দেখানো হয়ে থাকে, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযোগ জানাতে হবে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা হবে কোথায় ভুল হয়েছে এবং কার গাফিলতিতে এমন ঘটনা ঘটেছে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করেছেন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত মোট ৬৩ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এদের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছেন, কেউ অন্যত্র চলে গিয়েছেন, আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত ছিলেন বা অন্য জায়গায় তাঁদের নাম রয়েছে।

পাশাপাশি আরও ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম 'অ্যাডজুডিকেশন' বা বিবেচনাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন নিয়ে এই নামগুলির নথি পরীক্ষা করছেন বিচারকেরা। সিইও-র দাবি, এখনও প্রায় ৫২ লক্ষের বেশি ভোটারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে প্রায় ২০০ জন বিচারককে এই কাজে আনা হবে। এতে পুরো প্রক্রিয়ার গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এসআইআর সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে হওয়ার কথা।

রান্নার গ্যাস সঙ্কটের আশঙ্কা

এলপিজির উৎপাদন বাড়াতে 'এসমা' জারি কেন্দ্রের

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ৬ মার্চ— পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে সম্ভাব্য জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কায় দেশে এলপিজি গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে 'এসমা' বা এসেনশিয়াল কমোডিটিস আইনের আওতায় পদক্ষেপ নিয়েছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। উদ্দেশ্য একটাই— দেশে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ যেন কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, এখন থেকে দেশের সব তৈল শোধনাগারকে প্রোপেন ও বিউটেন গ্যাস মূলত এলপিজি উৎপাদনের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। এই দুই রাসায়নিক মিশিয়েই তৈরি হয় লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি। সাধারণত এই উপাদান দিয়ে বিভিন্ন পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যও তৈরি করা হয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনও পণ্য তৈরিতে এই গ্যাস ব্যবহার করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে মন্ত্রক।

ইরান-ইজরায়েল ও আমেরিকার সংঘাতের ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কারের চলাচল কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পথটি বিশ্বে জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট। ইরানের সতর্কবার্তার পর অনেক জাহাজই নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে ভারতের এলপিজি আমদানিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ সালে দেশে মোট ৩.১৩ কোটি টন এলপিজি সরবরাহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১.২৮ কোটি টন উৎপাদিত হয়েছিল দেশের মধ্যেই এবং বাকি ১.৮৫ কোটি টন আমদানি করা হয়েছিল। এই আমদানির বড় অংশই আসে সৌদি আরব-সহ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি থেকে।

নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, তৈল শোধনাগারগুলিতে উৎপাদিত এলপিজি মূলত তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে দেওয়া হবে— ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম। তারা সেই গ্যাস সাধারণ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৩ কোটি এলপিজি গ্রাহক রয়েছে। তাই গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের সরবরাহ যাতে স্বাভাবিক থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশের আর্জি জানিয়ে জ্ঞানেশকুমারকে চিঠি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনে চলার বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জ্ঞানেশকুমারকে শুক্রবার চিঠি লিখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ভোটারদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিকে সামনে রেখে তিনি এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অভিষেক উল্লেখ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বচ্ছতা বজায় রাখতে যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল, তা পুরোপুরি মানা হয়নি।

অভিষেক তাঁর চিঠিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভোটার তালিকা নিয়ে বর্তমানে যে ডামাডোল চলছে, তাতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মানা একান্ত জরুরি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে অবিলম্বে চূড়ান্ত এবং অতিরিক্ত ভোটার

তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এর পাশাপাশি অভিষেকের আরও অভিযোগ, অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, যেসব দাবি ও আপত্তি জমা পড়েছে সেগুলির বিচার ও নিষ্পত্তির তথ্য প্রতিদিন জনসমক্ষে প্রকাশ করার কথা। যদিও একটি পৃথক পোর্টালে বিচাররক আধিকারিকদের জন্য তথ্য আপলোড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য সেই তথ্য সহজলভ্য করা হয়নি। স্বচ্ছতার স্বার্থে এই তথ্য প্রকাশ জরুরি বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটারদের অধিকার রক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনো ভোটারের নাম পর্যালোচনার পর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের কারণ স্পষ্টভাবে জানানো উচিত। একইভাবে যাদের নাম তালিকায় স্থান পায়নি, তাদের লিখিতভাবে কারণ জানানো দরকার। পাশাপাশি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে যেসব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির কারণও প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে তিনি দাবি করেছেন। এতে নাগরিকরা তাদের আইনগত অধিকার অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

নেপালে এগিয়ে বলেন্দ্র শাহর দল

তিনের পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাজীবনেও তিনি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কাঠমাণ্ডুর ভিএস নিকেতন স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তিনি হিমালয়ান হোয়াইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে কর্ণাটকের বিশ্বেশ্বরায়া টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। নগর পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত এই শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা কাঠমাণ্ডুর মেয়র হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা।

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে বলেন্দ্র শাহ নেপালের সংগীতজগতে পরিচিত মুখ ছিলেন। ২০১৩ সালে জনপ্রিয় র‍্যাপ প্রতিযোগিতা 'র বার্জ' জিতে তিনি প্রথম আলোচনায় আসেন। তাঁর গানগুলিতে বারবার উঠে এসেছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক স্থবিরতা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর জনপ্রিয় গান 'বলিদান' ইউটিউবে এক কোটিরও বেশি মানুষ দেখেছেন। সেই গানে তিনি বলেছিলেন— 'সরকারকে সত্য কথা বলতেই হবে, সত্য বলা অপরাধ নয়।' এই প্রতিবাদী সুরই তাঁকে তরুণদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে।

২০২৬ সালের নির্বাচনে অনেকেই বলেন্দ্র শাহকে নেপালের জেন জি রাজনীতির মুখ হিসেবে দেখছেন। কয়েক মাস আগে তীব্র তরুণ বিক্ষোভের মুখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে সেই সময় সমাজ মাধ্যমে বলেন্দ্র তরুণদের উদ্দেশে লেখেন—দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এখন নতুন প্রজন্মের হাতেই তুলে নিতে হবে।

গত বছরের ডিসেম্বর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দেন এবং দলের প্রধানমন্ত্রীর মুখ হন। নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দল অর্থনৈতিক সংস্কার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বিদেশমুখী শ্রম অভিবাসন কমানোর উপর জোর দিয়েছে। ইস্তেহারে ১২ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

হিমালয়ের কোল ঘেঁষা এই দেশে ১৬৫টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হচ্ছে। ২০১৫ সালের নতুন সংবিধান অনুযায়ী নেপালে একটি মিশ্র নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায় দু'টি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি হল সরাসরি নির্বাচন, যাকে বলা হয় 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' (এফপিটিপি)। এই পদ্ধতিতে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান, তিনিই নির্ধারিত আসনে বিজয়ী হন। দ্বিতীয়টি হল পরোক্ষ নির্বাচন বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি (পিআর)। এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে দল তাদের মনোনীত প্রার্থীদের সংসদের 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ সদস্যপদ প্রদান করে।

মোট ২৭৫টি আসনের মধ্যে ১৬৫টি আসন নির্বাচিত হয় এফপিটিপি পদ্ধতিতে, বাকি ১১০টি আসন পিআর পদ্ধতিতে। এফপিটিপির জন্য নির্বাচনে অংশ নেন ৩,৪০৬ জন প্রার্থী, আর পিআরের জন্য ছিল ৩,১৩৫ জন প্রার্থী। সংবিধান প্রণেতারা এই দুই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন, এটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির জন্য আনুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই মিশ্র ব্যবস্থার কারণে কোনও একটি দল এককভাবে সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না এবং সাধারণত জোট সরকারের সম্ভাবনা থাকে। তবে প্রাথমিক ভোট গণনার ফলাফল অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা বলেন্দ্র শাহর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পথে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভোটের প্রবণতা যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে, তবে নেপালের রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। একসময় র‍্যাপ গানের মাধ্যমে রাজনীতিকে প্রশ্ন করা সেই তরুণই হয়তো খুব শিগগিরই হিমালয়ের দেশের নেতৃত্বের আসনে বসবেন।

তেহরান লক্ষ্য করে ইজরায়েলের তাণ্ডব

তেহরান, ৬ মার্চ— ইরানের রাজধানী তেহরানের আকাশে শুক্রবার ভোর থেকেই মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে আসে। ইজরায়েলের বায়ুসেনা একযোগে ৫০টি যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে তেহরান এবং কেরমানশাহে লক্ষ্যভেদ করেছে। হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির বিশেষ নিরাপত্তা বাঙ্কার, যেখানে ঢোকার আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইজরায়েল।

ইজরায়েলের বায়ুসেনা জানিয়েছে, তাদের গোয়েন্দাবাহিনী মোসাদের সহযোগিতায় এই হামলা চালানো হয়। গত ৭ দিনের মধ্যে এটি সবচেয়ে জোরালো আঘাত বলে দাবি তাদের। হামলায় শুধুমাত্র খামেনির বাঙ্কার নয়, তেহরানের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গোপন সামরিক বাঙ্কারও নিশানায় রাখা হয়েছে। ইজরায়েলের গোয়েন্দারা দীর্ঘ সময় ধরে এই বাঙ্কারগুলোর অবস্থান শনাক্ত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সামরিক সূত্রে খবর, খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এই বাঙ্কারগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। এই সব লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে ইজরায়েল তাদের শত্রুদের উচ্চপদস্থ নেতৃত্বকে সরাসরি লক্ষ্য করার কৌশল অব্যাহত রেখেছে।

নিজেদের তদন্তে দায়ী আমেরিকাই

তিনের পৃষ্ঠার পর

মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও একই সুরে বলেছেন, 'আমেরিকার বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো কোনো স্কুলে হামলা চালাবে না।'

এই ঘটনার পর ইরান ও পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও এই ঘটনার তদন্ত দাবি করেছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে হামলাকারী পক্ষ আমেরিকাই, সেক্ষেত্রে পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

রাজ্যপাল বদল 'স্ক্রিপ্টেড', নির্বাচন পিছনোর দাবিও তুলেছেন অধীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৬ মার্চ— মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় এক বছর আগে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আচমকা পদত্যাগ এবং তাঁর জায়গায় আর এন রবির দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এই পুরো ঘটনাকে 'স্ক্রিপ্টেড' বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

অধীর চৌধুরীর দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপ আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল। তাঁর কথায়, 'এগুলো স্ক্রিপ্টেড। মানে এগুলো হওয়ারই ছিল, সেটাই হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, এর আগেও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখরের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর মতে, 'যাকে দিয়ে কাজ হচ্ছিল না, তাই বদল করা হয়েছে।' নতুন রাজ্যপাল আর এন

রবিকে নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। অধীর বলেন, আর এন রবি আগে পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং তামিলনাড়ুতে রাজ্য সরকারকে বহুবার সমস্যায় ফেলেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তিনি খুব খতরনাক লোক, বিশেষ করে প্রশাসনকে অস্থির করে দেওয়ার ক্ষেত্রে।'

রাজ্যপাল বদলের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে আগে জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে জানানো উচিত। তবে এই ক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছে, তা তিনি নিশ্চিত নন বলেও জানান। তাঁর কথায়, কেন্দ্রের দাবি রাজ্যকে জানানো হয়েছে, আবার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

এদিন ভোটার তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অধীর চৌধুরী। তাঁর দাবি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় এখনও বহু মানুষের নাম বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন করানো ঠিক হবে না বলেই তিনি মনে করেন। অধীরের মতে, বিবেচনাধীন নামগুলির সমস্যা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে বহু ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

রাজ্যসভা ভোটের মনোনয়ন যাচাইপর্বে বিধানসভায় মনোজ

তিনের পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিইও মনোজ আগরওয়াল জানান, কমিশনের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে চারটি রাজ্যে গিয়ে ভোট প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাংলায় এসে ৯ ও ১০ মার্চ বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করবেন। সেই পর্যালোচনার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই বর্তমানে 'বিবেচনাধীন' ভোটারদের নথি যাচাই করা হচ্ছে। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। তাঁদের হাতে থাকা নথিপত্রের শেষ পর্যায়ের যাচাই সম্পন্ন হলেই সেই সব আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। এখনও যেসব আবেদন এই পর্যায়ে রয়েছে, সেগুলিকেই 'অ্যাডজুডিকেটেড' তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলা হচ্ছে।

সিইও-র কথায়, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার ক্ষমতা কেবল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চেরই রয়েছে। রাজ্যের সিইও দপ্তর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না, এমনকি কমিশনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করেন না। তাই ভোট কবে হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঘোষণা করবে কমিশন।

বিচারাধীন মানুষদের পাশে তৃণমূল

তিনের পৃষ্ঠার পর

কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাসে রাজনৈতিক রথযাত্রাকে তিনি অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, বিজেপির জমিদার নেতারা রথে চড়ছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের পাশে নেই। তিনি দাবি করেন, পরিবর্তন যাত্রা বাংলার মাটিতে তেমন সাড়া পাচ্ছে না এবং বিজেপির সমর্থন ৫০-এর নিচে নামবে। প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গেও তিনি সরব হন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দালাল হন, তবে অমিত শাহ কেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, সৌরভের মতো ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে অপমান করা বাংলার সংস্কৃতির অপমান।

অভিষেক শেষ পর্যন্ত বলেন, বাংলার বিরুদ্ধে একাধিক শক্তি কাজ করছে, কিন্তু বাংলার মানুষের শক্তিই তৃণমূলের মূল ভরসা। তাঁর কথায়, তৃণমূলের কাছে ইডি, সিবিআই, রাজ্যপাল কিংবা কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই থাকলেও, শেষ পর্যন্ত জয় মানুষেরই হবে। তিনি বলেন, তৃণমূলের সঙ্গে আছে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার কোটি কোটি মানুষ।

'উনি যেখানেই যান, সেখানেই

তিনের পৃষ্ঠার পর

এসব কারণে স্থানীয় রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়।

২০২৩ সাল থেকে স্ট্যালিন সরকার রাজভবনের ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা দিবস চা-চক্র বয়কট করছে, যেখানে রাজ্যপাল অংশ নিতেন। এর আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তামিলনাড়ু সরকার রবিকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছিল।

তবে এটা স্পষ্ট যে আনন্দ বোসের বিদায়ে এবং রবির আগমনে বিজেপি শিবির খুশি। বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করে এসেছেন যে, বোস জমানায় লোকভবন 'জীবাশ্মে' পরিণত হয়েছে। অনেক দিন ধরেই তিনি আনন্দ বোসকে অপসারণের জন্য দরবার করছিলেন দিল্লিতে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে রবির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভোটের আগে এই পদক্ষেপ কৌশলগত এবং রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্র ও কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্র

তিনের পৃষ্ঠার পর

এই ঘটনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এভাবে চলতে থাকলে দেশের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠবে। ধরনামঞ্চ থেকেই তিনি সত্যের জয় কামনা করেন এবং এসআইআর ব্যবস্থা প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা জানান।

সন্ন্যাসীর বক্তব্যের সময় মমতা তাঁকে পুরনো নথিপত্র দেখাতে বলেন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহু জীবিত মানুষকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের নাম এইভাবে ভুলভাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ধরনা কর্মসূচি কয়েকদিন স্থায়ীভাবে চলবে এবং ভোটারদের অধিকার রক্ষা করতে প্রতিদিনের মতো আন্দোলন চালানো হবে। শনিবার সকাল ১০টা থেকে ফের শুরু হবে ধরনা। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে ধরনা কর্মসূচি। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যুদ্ধের আঁচ কি এবার ভারতেও!

তিনের পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি তারা ইরানের জাহাজকে সাহায্যও করছে। চলতি পরিস্থিতিতে এই জাহাজের উপরেও হামলা হতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। সেক্ষেত্রে ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় যুদ্ধে পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা ও উদ্বেগ বাড়ছে। ইরানের জাহাজ ধ্বংসের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ঝাঁঝ এসে পড়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। ইরানের রণতরীকে আশ্রয় দিয়ে সেই যুদ্ধকে শ্রীলঙ্কা ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে আরও টেনে আনছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে? প্রশ্ন উঠছে, ভারত মহাসাগরীয় এলাকাতেও কি এবার যুদ্ধের আঁচ পড়তে চলেছে? উল্লেখ্য, ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে অতিথি হয়ে এসেছিল ইরানের যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএনএস ডেনা। বুধবার ভোরে সেই জাহাজে আছড়ে পড়ে মার্কিন টর্পেডো। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয় ৮৭ জনের। আরও অনেকেরই খোঁজ মেলেনি।

টেন্ডার

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী

পূর্বে প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার নোটিস নং এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/৯-২০২৬ যা বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিগ দ্বারা আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-পাবলিশ করা হয়েছে "এসএসই/সিগ/কেএনএপি/আইসি-র অধীনে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার ব্লু লাইনে কেএনসিএস সহ কেসিডব্লুসি থেকে কেডিএসডব্লু পর্যন্ত সিগন্যালসমূহ, পয়েন্ট মেশিন, কেবেল, লোকেশন বক্সের মতো বিভিন্ন সিগন্যালিং যন্ত্র পুনর্বাসন এবং পুনর্স্থাপনের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে, তার সংশোধনী-১। **এনআইটি শীর্ষকের অধীনে সংশোধিত দফা ঃ (টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টের পরিবর্তে **১৬.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে** রূপে পড়তে হবে)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Katwa Municipality
Katwa, Purba Bardhaman

e-Tender

The Chairman, Board of Councillors, Katwa Municipality has invited e-Tender against **N.I.e.T. No :- WBMAD 93(DEV/15th F.C/KM) 2025-2026. Tender ID No- 2026_MAD_1017593_1, 2026_MAD_1017593_2, 2026_MAD_1017593_3, 2026_MAD_1017593_4, 2026_MAD_1017593_5, 2026_MAD_1017593_6, 2026_MAD_1017593_7, 2026_MAD_1017593_8, 2026_MAD_1017593_9, 2026_MAD_1017593_10, 2026_MAD_1017593_11, 2026_MAD_1017593_12, 2026_MAD_1017593_13, 2026_MAD_1017593_14, 2026_MAD_1017593_15, 2026_MAD_1017593_16, 2026_MAD_1017593_17, 2026_MAD_1017593_18, 2026_MAD_1017593_19, 2026_MAD_1017593_20, 2026_MAD_1017593_21, 2026_MAD_1017593_22, 2026_MAD_1017593_23, 2026_MAD_1017593_24, 2026_MAD_1017593_25, 2026_MAD_1017593_26, 2026_MAD_1017593_27, 2026_MAD_1017593_28, 2026_MAD_1017593_29, 2026_MAD_1017593_30, 2026_MAD_1017593_31, 2026_MAD_1017593_32, 2026_MAD_1017593_33, 2026_MAD_1017593_34, 2026_MAD_1017593_35.** Intending Bidders are requested to Visit the website https://wbtenders.gov.in & www.katwamunicipality.info

Sd/-
Chairman
Katwa Municipality

UNIVERSITY OF CALCUTTA

University of Calcutta invites the e-tenders vide Ref. No. (E-Tender No.: NTRF / DC / CONSUMABLE / 25-26 / 4 & Tender ID: 2026_CU_1018547_1). For details pl. visit: **wbtenders.gov.in**

Press Notice

e-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Barabazar Panchayat Samiti, Dist-Purulia vide **NIet no. 08/BZR/PS of 2025-26/Sl no. 1, dated 05/03/2026,** scheme bearing **Tender ID-2026_DM_1018202_1** under **BEUP 2025-26** fund. Online bid submission commences on and from **05/03/2026 at 18.55 Hours** (As per server clock) and will end on **12/03/2026 at 18.55 Hours**. Necessary details for online bidding will be available in the website wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Barabazar Panchayat Samiti

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম, কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল) ১১, হেমন্ত বসু সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০১, ই-মেল ঃ cokolsouthsam@pnb.bank.in

ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এ প্রদত্ত সংস্থানের অধীনে স্থাবর সম্পদসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি। জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সিকিওরড্ ক্রেডিটরের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের অনুমোদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক / বাস্তব / প্রতীকী অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের পাওনাবাবদ অর্থ আদায়ের জন্য, নিচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা আছে'** এবং **'যা কিছু যেমনভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে নিচের সারণীতে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নামূল্য জমা উল্লেখ করা আছে।

সিকিওরড্ অ্যাসেটসমূহের শিডিউল

ক্রঃ নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতার / গ্যারান্টারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং, প্রপার্টি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতাগণ) লোকেশন কোঅর্ডিনেটস	ক) ডিম্যান্ড নোটিসের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) অধিগ্রহণের তারিখ ঘ) অধিগ্রহণের স্টেটাস ঙ) ডিলিং আধিকারিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-অকশনের তারিখ / সময় ঙ) এনকামব্র্যান্স, যদি থাকে
১.	**শাখা ঃ যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০)** **মেসার্স শিভম ট্রান্সপোর্টেশন** **স্বত্বাধিকারী ঃ মি. কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি** ১৬/৩, প্রান্তিক পল্লী, বোসপুকুর কলকাতা-৭০০ ০৪২ **মিসেস মালতী চ্যাটার্জি (গ্যারান্টার)** ফ্ল্যাট নং ১এ, ১২সি, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭ **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০১০৩২১০০১৬৩৩৯** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBU43158771001**	গ্রিন ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের একতলায় ফ্ল্যাট নং ১ হিসেবে সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমগ্র অংশ যার সুপার বিল্ট এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫০৯.৬৪ বর্গফুট যাতে রয়েছে এক বেডরুম, এক ড্রইং কাম ডাইনিং রুম, কিচেন, একটি ছোট বারান্দা, ডব্লু.সি., একটি টয়লেট তৎসহ একত্রে বিল্ডিংয়ের নিচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ এবং কমন এরিয়া ও ফেসিলিটিস যেখানে স্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১২সি, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, থানা-নেতাজী নগর (পূর্বে যাদবপুর), কলকাতা-৭০০ ০৪৭, মৌজা-নাকতলা, জে.এল. নং ৩২, তৌজি নং ৫৬, সিএস দাগ নং ৪৪০, খতিয়ান ১৯৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির মালিকানায় মিসেস মালতী চ্যাটার্জি,** স্বামী মি. নির্মল চ্যাটার্জি, যার ডিড় নং আই-০৩০৩৩ তারিখ ০৩.০৮.২০০৫। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭৪০০৩, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩৭১৫৪৭**	ক) ০৭.০৬.২০২৪ খ) ১০,৮৯,৬৪৮.০০ টাকা এবং পুনরায় ধার্য সুদ গ) ১৯.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী মোবাইল নং ঃ ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৫,২৪,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫২,৪০০.০০ টাকা (০৭.০৪.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৭.০৪.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখা ঃ গড়িয়া স্টেশন রোড (০৮৬৪২০)** **মানস পণ্ডা ও রাধারাণী পণ্ডা** এম-২৯১ বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, পঞ্চসায়র, থানা-পাটুলি, কলকাতা-৭০০০৯৪ **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০৮৬৪২০এনসি০০০০০৩৮৬ ও অন্য** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBMANASPANDA**	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ সম্পূর্ণ তৈরি মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ-র ইকুইটেব্‌ল মর্টগেজ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি প্রায় ৪০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে এক বেডরুম ও কিচেন কাম ডাইনিং এবং এক টয়লেট, **শান্তিনীড়** নামক সোজা ত্রিতল বিল্ডিংয়ের একতলায় নির্মিত, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ৫৩ উত্তর পূর্ব ফর্তাবাদ, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৮-এর অধীনে, দক্ষিণ পূর্ব ফর্তাবাদ, মৌজা-বরহান্স ফর্তাবাদ, থানা-নরেন্দ্রপুর, জে.এল. নং ৪৭, তৌজি নং ১০৯, যা সম্বলিত আরএস দাগ নং ৩২১১, যার অধীনে আরএস খতিয়ান নং ২৫০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৮৪। **মি. মানস পণ্ডা এবং মিসেস রাধারাণী পণ্ডার নামে সম্পত্তি** যা অনুযায়ী ডিড় নং আই-১৬২৯০৫২১২ তারিখ ২৩.১০.২০২১। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৬০৫৭, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩৯৭৫০**	ক) ২১.০৭.২০২৫ খ) ৯,৯২,৭৯১.৭৫ টাকা যে তারিখে ৩০.০৬.২০২৫, এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১৩.১০.২০২৫ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম পিটিশন দাখিল করা হয়েছে) ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী মোবাইল নং ঃ ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৩,১২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩১,২০০.০০ টাকা (০৭.০৪.২০২৬) গ) ১৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৭.০৪.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখা ঃ বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **মিসেস অবন্তী দে** আরজেডএফ-৩৫, ফ্ল্যাট নং ৩০২, কৃষ্ণকুঞ্জ স্ট্রিট, নং ০৩, মহাবীর এনক্লেভ, নতুন দিল্লি-১১০ ০৪৫ **মি. অরুণাচল দে (গ্যারান্টার)** **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০০৭৪৩০০৫০০০৪৮** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBABANTIDEY01**	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ ফ্ল্যাটের সমগ্র অংশের ইকুইটেব্‌ল মর্টগেজ, বিইং নং ৫০৭, বিল্ডিং নং বি-১৪-এর ৫ম তলে (লিফ্টের সুবিধা আছে) যার মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪৪৬ বর্গফুট, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে উক্ত হাউজিং প্রোজেক্টে যেটি সাধারণভাবে **ল্যারিকা টাউনশিপ** নামে পরিচিত এবং খ্যাত তৎসহ সকল আধুনিক সুবিধাযুক্ত যাতে রয়েছে দুই বেডরুম, এক ডাইনিং/লিভিংরুম, এক কিচেন, এক বাথ/প্রিভি এবং এক ব্যালকনি যেখানে অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৯৫/এ, মৌজা-বালুরিয়া উত্তর (টালিখোলা), পোঃ নবপল্লী, থানা-বারাসাত, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০৫-এর সীমার অন্তর্গত, কলকাতা-৭০০ ১২৬। **সম্পত্তির মালিকানায় মিসেস অবন্তী দে,** স্বামী অরুণাচল দে যা অনুযায়ী ডিড় নং আই-০৭৮৩১ ফর ইয়ার ২০১৬। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৭৩৩৮০, লঙ্গ ঃ ৮৮.৪৬১৭৯**	ক) ১৬.০১.২০২৫ খ) ১৪,৮২,২৩৪.১৩ টাকা (উভয় অ্যাকাউন্ট) এবং ০১.০১.২০২৫ তারিখ থেকে পুনরায় ধার্য সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৫ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম আবেদন দাখিল করা হয়েছে) ঋণগ্রহীতা বিক্রি করতে রাজী আছেন ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী মোবাইল নং ঃ ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ৭,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ৭৯,৬০০.০০ টাকা (০৭.০৪.২০২৬) গ) ৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৭.০৪.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**শাখা ঃ বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **মিসেস অবন্তী দে** আরজেডএফ-৩৫, ফ্ল্যাট নং ৩০২, কৃষ্ণকুঞ্জ স্ট্রিট, নং ০৩, মহাবীর এনক্লেভ, নতুন দিল্লি-১১০ ০৪৫ **মি. অরুণাচল দে (গ্যারান্টার)** **অ্যাকাউন্ট নং ঃ ০০৭৪৩০০৫০০০৪৯** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBABANTIDEY02**	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ ফ্ল্যাটের সমগ্র অংশের ইকুইটেব্‌ল মর্টগেজ, বিইং নং ৫০৮, বিল্ডিং নং বি-১৪-এর ৫ম তলে (লিফ্টের সুবিধা আছে) যার মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪৪৬ বর্গফুট, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে উক্ত হাউজিং প্রোজেক্টে যেটি সাধারণভাবে **ল্যারিকা টাউনশিপ** নামে পরিচিত এবং খ্যাত তৎসহ সকল আধুনিক সুবিধাযুক্ত যাতে রয়েছে দুই বেডরুম, এক ডাইনিং/লিভিংরুম, এক কিচেন, এক বাথ/প্রিভি এবং এক ব্যালকনি যেখানে অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৯৫/এ, মৌজা-বালুরিয়া উত্তর (টালিখোলা), পোঃ নবপল্লী, থানা-বারাসাত, জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০৫-এর সীমার অন্তর্গত, কলকাতা-৭০০ ১২৬। **সম্পত্তির মালিকানায় মিসেস অবন্তী দে,** স্বামী অরুণাচল দে যা অনুযায়ী ডিড় নং আই-০৭৮৩৪ ফর ইয়ার ২০১৬। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৭৩৩৮০, লঙ্গ ঃ ৮৮.৪৬১৭৯**	ক) ১৬.০১.২০২৫ খ) ১৪,৮২,২৩৪.১৩ টাকা (উভয় অ্যাকাউন্ট) এবং ০১.০১.২০২৫ তারিখ থেকে পুনরায় ধার্য সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৫ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম আবেদন দাখিল করা হয়েছে) ঋণগ্রহীতা বিক্রি করতে রাজী আছেন ঙ) প্রসেনজিত চৌধুরী মোবাইল নং ঃ ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ৭,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ৭৯,৬০০.০০ টাকা (০৭.০৪.২০২৬) গ) ৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৭.০৪.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্দেশিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং পুনরায় নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে ঃ

১. **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা কিছু যেভাবে আছে ভিত্তিতে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরিল্লিখিত শিডিউলে নির্ধারিত সিকিওরড্ অ্যাসেটসমূহের বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে প্রাপ্ত সর্বোত্তম তথ্যমতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই প্রোক্লামেশনে কোনও ত্রুটি, ভুল বক্তব্য বা কোনও অংশ বাদ যাওয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন।
৩. ওয়েবসাইট ঃ **https://baanknet.com**-এ ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী সম্পত্তি বিক্রি করবেন।
৪. বিক্রির বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com & www.pnbindia.in**
৫. সম্পত্তির প্রেক্ষিতে কোনওরকম বিধিবদ্ধ বকেয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ থাকবেন না। যে কোনও ধরনের কর প্রদানের জন্য ক্রেতারা একচ্ছত্রভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিউআর স্ক্যান করুন

তারিখ ঃ ০৬.০৩.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক (৯৮৩১৭ ৭৮৭৭৪)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক